ইত্তেফাক

তারিখ 08 MAR 1986
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

পরীক্ষা ও পরিস্থিতি

দেশের প্রায় সব স্থান হইতে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার ও সংবাদদাতাদের প্রদত্ত সংবাদ অনুযায়ী, বিভিন্ন স্থানে কতিপয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া পরীক্ষা মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ঢাকা শহরে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ঘটনাও সব পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পাইয়াছে। গোলযোগ কিছু বেশী লক্ষ্য করা গিয়াছে মফস্বলের পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে। কয়েকটি স্থানে গুলীবর্ষণের মত ঘটনা ঘটিয়াছে এবং মৌলভীবাজারে গুলীবিদ্ধ হইয়া একজন মারা গিয়াছেন। সারাদেশে ১ লক্ষ ৮ হাজার ৫ শত ৯৫ জন মহিলা পরীক্ষার্থী-সহ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মোট সংখ্যা হইতেছে ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯ শত ৪ জন। ইতিপূর্বেকার সম্পাদকীয় নিবন্ধেও আমরা এইসব লক্ষ লক্ষ তরুণ-কিশোর পরীক্ষার্থীর বিষয়েই উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বক্তব্য রাখিয়াছিলাম। আমরা বিশ্বাস করি, যে শিক্ষকবৃন্দ গত মাসের ২২ তারিখ হইতে ধর্মঘট করিতেছেন, তাঁহারাও চান না পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বন্ধ হইয়া যাক কিংবা তাহাদের একটি বৎসর নষ্ট হউক।

যেকোন সমস্যা নিরসনে আমরা বরাবরই আলাপ-আলোচনার উপরে গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকি। শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত বিষয়েও আমাদের বক্তব্য ভিন্ন কিছু নয়। পরীক্ষা যদি একেবারে শুরু না হইত, তাহা হইলে সেই আলাপ-আলোচনার প্রেক্ষাপট ভিন্ন কিছু হইতে পারিত। কিন্তু পরীক্ষা যখন শুরু হইয়া গিয়াছে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রথম পরীক্ষা যখন সমাধা হইয়া গিয়াছে, তখন আলোচনার ব্যাপারে শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষীয় মহলকে অবশ্যই একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে,—গ্রহণ করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। যেসব এলাকায় পরীক্ষা হইতে পারে নাই কিংবা যেসব পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারে নাই তাহাদের ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। কিন্তু যে বেশীর ভাগ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতেছে, সরকার কিংবা শিক্ষক—কাহারও অবিমৃষ্যকারিতায় তাহাদের সেই পরীক্ষা যেন ব্যর্থ ও বিড়ম্বিত না হয়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমরা আবেদন রাখিতেছি।

আমরা আগেও বলিয়াছি, আবারও বলিতেছে, শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে। এবং তাহা করিতে হইবে সুষ্ঠু পরিবেশে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। আলাপ-আলোচনার সেই সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব সরকারের। শিক্ষকদের গ্রেফতার করিয়া উহা করা সম্ভব নয়। বরং যে সব শিক্ষক ইতিমধ্যে গ্রেফতার হইয়াছেন, তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইলেই আলোচনার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা। সেই সুষ্ঠু পরিবেশ এখনই সৃষ্টি করা যাইতে পারে এবং পরীক্ষা অব্যাহত রাখিয়াই আলাপ-আলোচনা চলিতে পারে। লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী ধর্মঘটী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরই ছাত্র-ছাত্রী। তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধর্মঘটী শিক্ষকবৃন্দও কম উদ্বিগ্ন বলিয়া আমরা মনে করি না। আমরা আশা করিব, সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা ও অকারণ অহমিকা লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ আশা-আকাংক্ষার চাইতে বড় হইয়া দেখা দিবে না। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের শুভবুদ্ধি অবিলম্বে উদ্ভূত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে নিয়োজিত হউক, ইহাই আমাদের কামনা।